



বীর শহীদ

শহীদ মো: জনি

জন্ম তারিখ:	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬
শাহাদাতের তারিখ:	২০ জুলাই, ২০২৪
বিভাগ:	ঢাকা সিটি
জেলা:	নারায়ণগঞ্জ

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা: বাস হেলপার ঘটনার স্থান: চিটাগাং রোড, ১০ তলা সংলগ্ন

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

মো: জনি জন্মগ্রহণ করেন ২৮ ফেব্রুয়ারি এপ্রিল ২০০৬ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার বালুয়াদিঘির পাড় গ্রামে। তার পরিবার মধ্যবিত্ত, সীমিত আয়ের হলেও মমত্ববোধ ও পরিশ্রমে ভরপুর। পিতা মো: ইয়াসিন (৪৯) গার্মেন্টস কাপড় ব্যবসা করেন এবং পূর্বে বঙ্গ বাজারে দোকান পরিচালনা করতেন। তিনি পরিবারের সংসার চালানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু সীমিত আয় ও দায়িত্বের ভারে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকেন। মা মোছা: পারভীন (৪৬) গৃহিণী। তিনি বাড়ির সব দায়িত্ব নিজহাতে পালন করেন এবং সন্তানদের নৈতিকতা, শিক্ষাজীবন এবং চরিত্র গঠনে সর্বদা নজর রাখেন। জনির পরিবারে বড় ভাই মো: রনি (২২) একজন চাকরিজীবী, বড় বোন সুমাইয়া আক্তার রিয়া (২৪) বিবাহিত, মেজ বোন সুমাইয়া আক্তার কেয়া (১৮) দশম শ্রেণির ছাত্রী এবং ছোট বোন সানজিদা আক্তার রিতিকা (১৪) সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। পরিবারে মাসিক আয় প্রায় ১০,০০০ টাকা, যা মূলত পিতার ব্যবসা থেকে আসে। জনি ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং সহানুভূতিশীল মনোভাবের ছিলেন। তার শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ হয়নি কারণ ছোট বয়সেই তিনি পরিবারকে সহায়তা করার জন্য কর্মজীবনে যোগ দেন।

কর্মজীবন

জনি ছোটবেলাতেই পরিবারের জন্য দায়িত্বগ্রহণ করেন। তিনি বাস হেলপার হিসেবে কাজ করতেন, রুট ছিল চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁও, নাফ পরিবহনের বাসে। তার দৈনন্দিন দায়িত্ব ছিল যাত্রীদের ওঠানামা, তাদের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বাসের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। সীমিত বয়সে তিনি পরিশ্রমী, দায়িত্ববান এবং সতর্ক ছিলেন। জনি কাজ করতেন শুধু পরিবারকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং নিজের নৈতিকতাকে আরও দৃঢ় করার জন্য। সবার কাছে পরিচিত ছিলেন সাহসী হিসেবে। বাসের যাত্রীরা প্রায়শই তার সতর্কতা, আন্তরিকতা এবং দায়িত্ববোধের প্রশংসা করতেন।

জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে একটি বিশাল যুব ও ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। যার নাম ছিল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা আন্দোলন। যা দেশজুড়ে শিক্ষা, চাকরিপ্রাপ্তি এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব প্রতিরোধ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই আন্দোলন শুরু হয় সাধারণ শিক্ষার্থী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং দেশের যুব সমাজের মধ্যে, যারা দীর্ঘদিন ধরে খুনি হাসিনার পরিচালিত অন্যায় নীতি, অনিয়ম এবং বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছিল।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোটা প্রথা, চাকরিপ্রাপ্তিতে অনিয়ম, এবং সমাজে ন্যায়হীন আচরণ তাদের মাঝে ক্ষোভ ও প্রতিরোধের আগুন জ্বালায়। এই আন্দোলন শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সীমিত সমস্যার প্রতিফলন ছিল না, বরং তা হয়ে ওঠে জাতীয় ন্যায়, অধিকার এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক। শহর, গ্রাম, কলেজ, স্কুল সকল জায়গায় ছাত্ররা মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেয়। তাদের অনেকেই জানতেন, এই পথে পা রাখা জীবনের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য তারা নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলার সাহস দেখায়।

জনি, এই আন্দোলনের একজন চেতনাবান ও সাহসী তরুণ, তখন এই প্রেক্ষাপটকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন, তার পদক্ষেপ শুধু নিজের জন্য নয়, বরং দেশের ন্যায় এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জনির মনোবল এবং ন্যায়বোধ তাকে আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে দৃঢ় করে তোলে। শুধু তাই নয়, তার দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনা তাকে পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের সকল চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে এই আন্দোলনে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করে।

জনির মতো তরুণরা ছিলেন সেই অদম্য শক্তি, যারা জানতেন যে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি মিছিল, এবং প্রতিটি প্রতিবাদ দেশের ন্যায়ের জন্য এক অবদান। তাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তে সাহস, দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের গল্প নিহিত ছিল। জনির অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, সত্য, ন্যায় এবং দায়িত্বের পথে এগোনো কোনো বয়সের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং যুবকের সাহস ও

চেতনা এক বৃহৎ আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে।

এভাবে জনি কেবল একজন ছাত্র বা যুবক ছিলেন না; তিনি আন্দোলনের প্রাণদাতা ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে সমাজের সামনে দাঁড়ান। তার এই অদম্য মনোবল এবং ন্যায়পরায়ণ পদক্ষেপ অন্য তরুণদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল, যাতে তারা দেশের ন্যায় ও শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় সাহসীভাবে এগিয়ে আসে।

আন্দোলনে যোগদান ও আহত হওয়া

২০ জুলাই ২০২৪ সালে জনি নারায়ণগঞ্জ জেলার চিটাগাং রোড, দশ তলা সংলগ্ন এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেন। মিছিল প্রতিহত করতে পুলিশ হেলিকপ্টার থেকে লক্ষ্যভেদী গুলি ছোড়ে। বিকাল ৫:৩০ মিনিটে হঠাৎ একটি গুলি তার পিঠে লাগে এবং পাজরের নিচ দিয়ে বের হয়ে যায়। আশেপাশের জনতা তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিস্থিতি অস্থির এবং গুলির তীব্রতায় তা সম্ভব হয়নি। জনি আহত অবস্থায় সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার দেহে লেগে থাকা গুলি তার প্রাণের সীমারেখা স্পর্শ করলেও তিনি সাহস হারাননি। এই মুহূর্তে তিনি শুধু একজন যুবক ছিলেন না, বরং ন্যায় ও সাহসের নিদর্শন হয়ে উঠেছিলেন।

শাহাদাত ও দাফন

আহত হওয়ার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে, বিকাল ৫:৪৫ মিনিটে, জনি শাহাদাত বরণ করেন। পুলিশি রোযানে লাশ উদ্ধার করতে ঝামেলা হয়। পরদিন সকালে তার পরিবার তাকে বালুয়া দিঘি পাড়ের নিজ গ্রামে দাফন করে। দাফনের সময় স্থানীয় মানুষ, পরিবার এবং সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পুরো গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। জনির মৃত্যু শুধু পরিবারকে নয়, পুরো এলাকায় শূন্যতার সৃষ্টি করে। তার সাহস, নিষ্ঠা এবং ত্যাগ স্থানীয় সমাজে ন্যায় এবং সাহসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পারিবারিক অনুভূতি

পিতা: মো: ইয়াসিন বলেন, “আমার ছেলে আমাদের গর্ব, তার সাহস আমাদের প্রেরণা দেয়। আমি এই হত্যার বিচার চাই।”

মাতা: মোছা পারভীন বলেন, “জনি আমাদের জন্য গর্বের। জনিকে ছাড়া আমি ভালো নেই, সবসময় বুক খালি লাগে।”

শেষ কথা

মো: জনি ছিলেন নিষ্পাপ, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি দেশের ন্যায় এবং শিক্ষার্থীদের অধিকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার জীবন, সাহস এবং আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে। তার মৃত্যু প্রমাণ করে, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য তরুণরা যে কোনো পরিস্থিতিতে দাঁড়াতে পারে এবং তাদের ত্যাগ ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে।

আহত ব্যক্তির বিবরণ

নাম: মো: জনি

জন্ম তারিখ: ২৮-২-২০০৬

জন্মস্থান: নারায়ণগঞ্জ

পেশা: বাস হেলপার, ন্যায় পরিবহন, রুট: চট্টগ্রাম টু সোনারগাঁও

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: বালুয়াদিঘির পাড়, ইউনিয়ন: সোনারগাঁও, থানা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ

পিতার নাম: মো: ইয়াসিন, বয়স: ৪৯ বছর

পেশা: গার্মেন্টস কাপড়ের ব্যবসা (পূর্বে বঙ্গ বাজারে দোকান ছিল)

মায়ের নাম: মোছা: পারভীন, বয়স: ৪৬ বছর

পেশা: গৃহিণী

পরিবারের মাসিক আয়: ১০০০০

আয়ের উৎস: পিতার ব্যবসা

ভাই: ১ জন

১. মো: রনি, পেশা: চাকরি, বয়স: ২২ বছর

বোন: ৩ জন

১. সুমাইয়া আক্তার রিয়া, বিবাহিত

২. সুমাইয়া আক্তার কেয়া, পেশা: ছাত্রী, দশম শ্রেণি, বয়স: ১৮ বছর

৩. সানজিদা আক্তার রিভিকা, পেশা: ছাত্রী, শ্রেণি: ৭ম, বয়স: ১৪ বছর

ঘটনার স্থান: চিটাগাং রোড, ১০ তলা সংলগ্ন

আক্রমণকারী: পুলিশ (হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলি)

আহত হওয়ার তারিখ: ২০-৭-২০২৪

সময়: বিকাল ৫:৩০ মিনিট

শাহাদাতবরণের তারিখ: ২০-৭-২০২৪

সময়: ৫:৪৫ মিনিট

দাফন: নিজ গ্রাম, বালুয়া দিঘি পাড়, নারায়নগঞ্জ

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতার ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. বড় ভাইকে কোন দোকান বা কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে
৩. ছোট বোনদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা সহযোগিতা, শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (সূরা আল-ইমরান ৩:১৬৯)

হাদীস শরীফ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদের জন্য জামাতে ৭০ জন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকবে।” (সুনান আবু দাউদ ২৫২০)

দোয়া পাঠ: ৪ জন

শহীদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



